সংযোজনী-ঘ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা
(২০২০-২০২১)

প্রকল্প সাহায্য ৮৩.৩৬% এর কম ব্যবহারকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ

সংযোজনী-ঘ

'প্রকল্প সহায়তা ' ব্যয় জতীয় গড় ৮৩.৩৬% এর কম হওয়ার কারণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সহায়তা বরাদ্দ	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় (বরাদ্দের %)	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
১.	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৭২৮৬২৫.০০	৫৯০৩৩১.৯১ ৮১.০২%	কোভিড-১৯ এর কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ বাধাগ্রস্ত/ধীর হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ কম হওয়ার প্রেক্ষিতে অর্থ ব্যয় কম হয়েছে।
২.	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৩৫৫৯.০০	২৮০৫.৮১ ৭৮.৮৪%	১। সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন ইউনিট অব দ্য প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ডিজিটাল এন্টারপ্রানারশীপ (সিসিইউ প্রাইড)-শীর্ষক প্রকল্পেটির Financing Agreement ১৩/০৪/২০২১ তারিখে স্বাক্ষরিত হওয়ায় এবং Effectiveness Date ১১/০৭/২০২১ তারিখে ঘোষণা করায় উক্ত অর্থ ব্যয়িত হয়নি; ২। Japan Human Resources Development Scholarship (JDS) (3rd Revised) - শীর্ষক প্রকল্পে কোভিড-১৯ জনিত বৈশ্বিক বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জেডিএস ২০-তম ব্যাচ Master's Program-এর ৩০ জন এবং ৪র্থ ব্যাচ PhD Program-এর ০৩ জন কর্মকর্তার জাপানে গমন বিলম্বিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত (JDS) Program এর আওতায় বর্তমানে Master's এবং PhD Course-এ জাপানে অবস্থানকারী কর্মকর্তাগণের বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম/প্রোগ্রাম আয়োজন বা অংশগ্রহণ সম্ভব হয়নি। এ কারণে প্রকল্প ব্যয় কম হয়েছে; ৩। সাপোর্ট টু সাসটেইনেবল গ্রাজুয়েশন প্রকল্পের ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট সংশোধিত এডিপি ১৪৭৭.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১০৭৬.৫৩ লক্ষ (ডিআরজিএ-সিএফ-৫৯৬.১৩ লক্ষ এবং জিওবি-৪৮০.৪০ লক্ষ টাকা) টাকা ব্যয় হয়েছে যা প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি শতকরা ৭৩% ভাগ। আলোচ্য প্রকল্পটির ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমন্টে পলিস (সিডিপি) কর্তৃক বাংলাদেশকে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে স্বল্পোন্নত দেশের শ্রেণি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সুপারিশ সমগ্র দেশবাসীকে অবহিত করার লক্ষ্যে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ও লকডাউনের কারণে কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় অনুষ্ঠান

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সহায়তা বরাদ্দ	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় (বরাদ্দের %)	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
				আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।
৩.	পরিকল্পনা বিভাগ (উন্নয়ন বরাদ্দ)	৩২৮১.০০	২৫২২.৯৭ ৭৬.৯০%	১। পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের আওতায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজনের সংস্থান ছিল। কিন্তু কোভিড -১৯ এর কারণে প্রশিক্ষণসমূহ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী আয়োজন করা সম্ভব না হওয়ায় এ খাতে ব্যয় কম হয়েছে; ২। ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, মাস্টার্স প্রোগ্রাম আরাম্ভ করা, সেমিনার/ওয়ার্কসপ আয়োজন ইত্যাদি কার্যক্রমসমূহ কোভিড -১৯ এর কারণে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে না পারায় এ সকল খাতে ব্যয় কম হয়েছে; ৩। কোভিড -১৯ এর কারণে লকডাউন থাকায় বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, হার্ডওয়্যার ক্রয়, সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার টেস্টিং ইত্যাদি কার্যক্রমসমূহ সম্পাদনে বিলম্ব হওয়ায় এ সকল খাতে ব্যয় কম হয়েছে।
৪.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	২৯১৬৩.০০	২২২৬১.৬৯ ৭৬.৩৪%	দুটি প্রকল্পে দাতা সংস্থা কর্তৃক নিয়োগকৃত কনসালটেন্টগণ কোভিড চলাকালীন জাপান চলে যায় ফলে এখাতের সকল কাজ বন্ধ থাকায় ব্যয় কম হয়েছে।
৫.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৮৭১৮.০০	৬৫০৪.৪৬ ৭৪.৬১%	কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে উন্নয়ন প্রকল্প স্বাভাবিক গতিতে চলমান রাখা সম্ভবপর না হওয়ার প্রকল্প সাহায্য ব্যয় কম হয়েছে।
৬.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৪৭৬১৬.০০	১০৮০৬৫.২০ ৭৩.২১%	১। কোভিড-১৯ এর কারণে সকল বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় সরকারি বিধি ও বিশ্বব্যাংকের গাইডলাইন অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের জন্য মহামারি মোকাবেলায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয় করে বিতরণ করা সম্ভব হয়নি।; ২। কোভিড-১৯ এর কারণে অতিরিক্ত সহকারী শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রমের হয়নি।; ৩। কোভিড-১৯ এর কারণে ডিপিএড প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রাখা যায়নি।
৭.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৫২৫৭.০০	৩৬৭৪.৪৬ ৬৯.৯০%	কোভিড-১৯ ইস্যুতে JICA সহ অন্যান্য দাতাসংস্থার নিযুক্ত Consultant বাংলাদেশে আসতে না পারায় প্রকল্প সহায়তা ব্যয় কম হয়েছে।

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সহায়তা বরাদ্দ	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় (বরাদ্দের %)	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
৮.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৮৫৯৪৫.০০	৫৮৮৫৩.১৫ ৬৮.৪৮%	১। বিশ্বব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট "উপকূলীয় বাঁধ পুনবার্সন (ফেজ-১) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পে আন্তজার্তিক দরপত্রের মাধ্যমে পূর্ত কাজের জন্য চীন দেশীয় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এবং পরামর্শক সেবার জন্য বিদেশী প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত। Chinese New Year উপলক্ষে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অনেক কারিগরি কর্মী চীন দেশে গমন করায় এবং ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসের পর হতে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ রোগে সংক্রমনের ২য় ঢেউ দেখা দেয়ায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অনেক কর্মীই বাংলাদেশে ফিরতে পারেনি এবং ৭০% জনবল দ্বারা প্রকল্পের কাজ চালিয়ে নিতে হয়; ২। কোভিড-১৯ রোগের সংক্রমনের ২য় ঢেউ এর জন্য চীন দেশীয় জনবল স্বল্পতা ও সরকার আরোপিত বিবিধ বিধি-নিষেধ, দেশব্যাপী পাথর সংকটের কারণে কাজের উপযুক্ত সময়ে মালামালের সাপ্লাই বিঘ্নিত হওয়া, ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ক্ষয় ক্ষতি পুনর্বাসনসহ ঘূর্ণিঝড় ইয়াস মোকাবেলা ও ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন প্রভৃতি কারণে প্রাপ্ত বরাদ্দ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি; ৩। জাইকার সহায়তাপুষ্ট "হাওর বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক জাইকার হেলথ গাইডলাইন অনুযায়ী লকডাউনকালে কাজ করতে গিয়ে অগ্রগতি ব্যাহত হয় বিধায় বরাদ্দ অব্যয়িত রয়ে যায়; ৪। ইফাদের সহায়তাপুষ্ট "চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (বাপাউবো অংশ)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প এলাকা জোয়ারের পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় কাজ বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সময় না পাওয়া, কোভিড-১৯ জনিত বিধি-নিষেধ এবং স্থানীয় বিবিধ সমস্যার কারণে অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত না হওয়ায় বরাদ্দ অব্যয়িত রয়ে যায়; ৫। "ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের জুন, ২০২১ নাগাদ প্রকল্পটির সকল পূর্ত কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। কিন্তু কোভিড-১৯ জনিত বিধি-নিষেধ, সাইটে শ্রমিক সংকট ও করোনা সংক্রমন, দুর্গম কাজের সাইটে নির্মাণ সামগ্রী এবং

৯—

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সহায়তা বরাদ্দ	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় (বরাদ্দের %)	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় কম হওয়ার কারণ.
				যন্ত্রাংশ পরিবহনে প্রতিবন্ধকতা, ঘূর্নিঝড় ইয়াস ও নিম্নচাপের পাশাপাশি উপর্যপুরি ভারী বর্ষণ, বিবিধ স্থানীয় সমস্যা থাকায় অনেকগুলো প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত করা যায়নি তথা বিল পরিশোধ করা যায়নি।
৯.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৩৯৪১.০০	২৬২৫.৭১ ৬৬.৬৩%	এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বৈদেশিক সহায়তায় বিএমইটি এবং আইএলও কর্তৃক ০২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তন্মধ্যে (ক) বিএমইটি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'ঢাকা টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ডিটিটিটিআই) স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি কোভিড ১৯ পরিস্থিতির কারণে পূর্ত কাজের কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করা সম্ভব হয়নি বিধায় গণপূর্ত বিভাগ যথা সময় বিল দাখিল করেনি। এ কারণে ৩০ জুন ২০২১ এর মধ্যে উক্ত বরাদ্দের অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি; (খ) আইএলও কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Application of Migration Policy for Decent work for Migrant Workers' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি কোভিড ১৯ পরিস্থিতিতে দেশব্যাপী লকডাউনের ফলে প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কাজ যেমন রিচার্স এন্ড রিভিউ, রিসার্চ সেমিনার, কনফারেন্স ও ওয়ার্কপ, প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে পারেনি বিধায় কাঙ্খিত আর্থিক অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়নি।
১০.	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১২০৩৬.০০	৮০১৮.৩৩ ৬৬.৬২%	World ব্যাংক এর সাথে আর্থিক সংশ্লেষ থাকায় করোনা মহামারিতে অর্থ ছাড়ে বাঁধা, প্রকল্পের বাস্তবায়নকালের ২ বছর পর IT consultants নিয়োগের সুপারিশ এবং করো পরিস্থিতির কারণে Evaluated consulting firm এর সাথে Negotiation না হওয়া ইত্যাদি কারণে প্রকল্প সহায়তা ব্যয় কম হয়েছে।
১১.	অর্থ বিভাগ	৩২৬৭৩.০০	২১৪৩০.৫৫ ৬৫.৫৯%	১। বিশ্বব্যাপী বিরাজমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতির দরুণ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাঙ্খিত সেমিনার, প্রশিক্ষণ আয়োজন সম্ভব হয় নাই; ২। বিনিময় হারের পার্থক্যের কারণেও ব্যয় কম হয়েছে।
১২.	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৬৮১৭.০০	৪৪৬৭.১৩ ৬৫.৫৩%	বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে কাঙ্ক্ষিত সেমিনার, দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণ আয়োজন সম্ভব হয়নি। ফলে প্রকল্প সহায়তা ব্যয় কম হয়েছে।

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সহায়তা বরাদ্দ	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় (বরাদ্দের %)	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
১৩.	জননিরাপত্তা বিভাগ	১০১৮১.০০	৬২৫৩.৪৩ ৬১.৪২%	১। বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে পর্যাপ্ত শ্রমিক স্বল্পতায় এ বিভাগের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের নির্মাণ কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি; ২। এছাড়া করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে বিদেশ থেকে সময়মত প্রকল্পের বিভিন্ন মালামাল আনতে না পারায় প্রকল্পের অনুকূলে ব্যয় কম হয়েছে।
১৪.	জাতীয় সংসদ সচিবালয়	৭৮.০০	৪৫.৬১ ৫৮.৪৯%	একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮ সনের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং জানুয়ারি ২০১৯ মাস হতে অধিবেশন শুরু হয়। ১০টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সাথে এসপিসিপিডি প্রকল্প কাজ করছে। উক্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠনের সাথে প্রকল্পের কার্যক্রমের সম্পৃক্ততা আছে। বিধায় কার্যক্রম গ্রহণে বিলম্ব হয়। এছাড়াও COVID-19 সংক্রমণের কারণে মার্চ/২০২০ হতে আগস্ট/২০২০ মাস পর্যন্ত কোন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এছাড়াও সেপ্টেম্বর ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে সীমিত পরিসরে ভার্চুয়ালি/স্বাস্থ্য বিধি মেনে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়। ইউএনএফপিএ এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সম্মতির ভিত্তিতে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর ব্যয় ব্যতিরেকে প্রকল্প মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৫.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৬৭০০.০০	৩৯১২.৬৫ ৫৮.৪০%	১। অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ায় প্রকল্পের অনুকূলে প্রকল্প সাহায্য খাতে বরাদ্দকৃত ৭.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা যায়নি; ২। "Skills 21-Empowering Citizens for Inclusive and Sustainable Growth" শীর্ষক প্রকল্পটি সংশোধন অনুমোদন প্রক্রিয়ায় থাকায় বরাদ্দ ৬০,০০ কোটি টাকার মধ্যে ৩৯.১৩ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে।
১৬.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	২৭৪৯৩.০০	১৪২৬৩.০৯ ৫১.৮৮%	LOC ভুক্ত ২টি প্রকল্পের মধ্যে ১টি প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগে পুন:দরপত্র

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সহায়তা বরাদ্দ	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় (বরাদ্দের %)	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
				আহবান, ১টি প্রকল্পের সংশোধন কার্যক্রম চলমান থাকায় দরপত্র আহবান সম্ভব না হওয়ায় এবং ১টি প্রকল্পের কোরীয় Exim ব্যাংক কর্তৃক অর্থ পরিশোধে সম্মতি প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্প সাহায্য অংশে আর্থিক অগ্রগতি কম হয়েছে।
১৭.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	৭০৪৯৯.০০	৩৫৮০৫.৯৮ ৫০.৭৯%	ডিজিটাল কানেকটিভিটি শক্তিশালীকরণে সুইচিং ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্পের (1) ANS Gateway System, (2) Inter-Operator Gateway (IOS) System, (3) ANS-IGW-ISO Billing platform, (4) DWDM Tranmissons System উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়া মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন পূর্বক বাস্তবায়নের পরিকল্পনা ছিল। সে মোতাবেক ঐ অর্থ বছরে RADP তে ৪৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্ণিত ০৪(চার) টি বিষয়ের মধ্যে ২নং বিষয়টির বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা সম্ভব হলেও বাকি ৩টি বিষয়ে গৃহিত দরপত্র প্রক্রিয়ার কোন গ্রহনযোগ্য দরপত্র না পাওয়ায় চুক্তি স্বাক্ষর সহ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। সে কারণে স্থানীয় মুদ্রার ব্যয় RADP বরাদ্দের তুলনায় কম হয়েছে। ১। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এডিপিতে চট্টগ্রাম মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পটি অন্তর্ভূক্ত না থাকায় পরবর্তী সময়ে সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্পটি অন্তর্ভূক্ত হয় এবং মার্চ, ২০২০ খ্রি: এর পর ১৬.০০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় হয়। ২০২০ - ২০২১ অর্থ বছরে প্রকল্পটি নিম্ন অগ্রাধিকারভূক্ত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং অর্থ ছাড় ০৫ (পাঁচ) মাস বন্ধ ছিল; ২। কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারী পরিস্থিতির কারণে মার্চ/২০২০ খ্রি: থেকে দেশে পর্যায়ক্রমে লক-ডাউন বলবৎ থাকায় প্রকল্প কাজের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়; ৩। গত ১৯/০৭/২০২১ খ্রি: তারিখে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান M/S ZTE Corporation এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দরপত্রে অংশগ্রহণকারী M/S Digital Services Ltd. কর্তৃক M/S ZTE Corporation বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করা হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সহায়তা বরাদ্দ	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় (বরাদ্দের %)	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
				বিভাগের নির্দেশনায় অভিযোগের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত চুক্তি পরবর্তী কার্যক্রম দীর্ঘদিন স্থগিত ছিল; সৌর বেস স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিটক নেটওয়ার্ক কভারেজ শক্তিশীকরণ প্রকল্পের মূল কাজ ভারতীয় নমনীয় ঋণের অর্থায়নে ভারতীয় ইপিসি ঠিকাদার দ্বারা বাংলাদেশের দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ২.৫ জি এবং ৪জি এলটিই সুবিধাসহ ৪০০টি বিটিএস সাইট বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষত: বাগেরহাট, ভোলা, বরগুনা, খুলনা, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা জেলার দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থাপন। সৌর বেস স্টেশন প্রকল্প হতে প্রাক-যোগ্যতার (pre-qualification criteria) মানদন্ড ২০.০৬.২০১৯ খ্রি: তারিখে ভারতের এক্সিম ব্যাংককে প্রেরণ করা হয়। উক্ত মানদন্ডের ভিত্তিতে এক্সিম ব্যাংক ভারতে প্রাক্-যোগ্যতার দরপত্র প্রক্রিয়া পরিচালনা করে । প্রাক্-যোগ্যতার প্রক্রিয়া শেষে এক্সিম ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ০৮.১২.২০১৯ খ্রি: তারিখে ৩টি ইপিসি ঠিকাদারের সংক্ষিপ্ত তালিকা অত্র প্রকল্পকে প্রেরণ করে। পরবর্তীতে দরপত্রের কারিগরি ও আর্থিক বিষয়াদি নিয়ে ভারতীয় দূতাবাস, এক্সিম ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ইআরডি, পিটিডি এবং প্রাক-যোগ্য ৩টি ইপিসি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে দীর্ঘ আলোচনা শেষে দরপত্র দলিল চূড়ান্ত করে গত ১৯.০১.২০২১ খ্রি: তারিখে প্রাক্-যোগ্য ৩টি ইপিসি ঠিকাদারের কাছে ই মেইল এবং আন্তর্জাতিক কুরিয়ার মারফত দরপত্র আহবান করা হয়। সকল প্রাক্-যোগ্য ইপিসি কন্ট্রাক্টরদের আবেদনের প্রেক্ষিতে, ৬ষ্ঠ দফায় দরপত্র জমাদানের মেয়াদ বৃদ্ধির পর, দরপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ০৬.০৯.২০২১ খ্রি: নির্ধারণ করা হয়। দরপত্র প্রক্রিয়ায় ৩টি Indian Pre-Qualified EPC Contractor এর মধ্যে ১টি EPC Contractor দরপত্র জমা প্রদান করে। ১১.১১.২০২১ খ্রি: তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রাপ্ত ১টি মাত্র দরপত্র প্রস্তাব দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক Substantially Non

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সহায়তা বরাদ্দ	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় (বরাদ্দের %)	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
				responsive হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে। এ কারনে ২০২০-২১ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রা কম খরচ হয়। বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘর সমূহের সংস্কার/পুনর্বাসন-২য় পর্যায় প্রকল্পের ব্যয়ের হার ৬০.৬৭%। COVID-19 বৈশ্বিক মহামারীর কারণে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নির্মাণ কাজ বাধাগ্রস্থ হওয়ায় প্রত্যাশিত ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। এই বাস্তবতায় প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা মৌখিকভাবে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়, যা আইবাসে প্রতিফলিত হয়নি। উক্ত প্রত্যাহর কৃত বরাদ্দ বাদ দিলে প্রকল্পের প্রকৃত বরাদ্দ দাড়ায় ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের প্রকৃত শতকরা হার হবে ১০০%, যা জাতীয় গড় অর্থাৎ ৮৩.২০% এর অধিক। মেইল প্রসেসিং এন্ড লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় সিংহভাগ ভৌত ও সম্পদ সংগ্রহের কাজ চলতি বছরে সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিশেষায়িত যন্ত্রপাতি ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য COVID-19 বৈশ্বিক মহামারীর কারণে প্রশিক্ষণ খাতের অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। এই বাস্তবতায় প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা মৌখিকভাবে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়, যা আইবাসে প্রতিফলিত হয়নি। উক্ত প্রত্যাহর কৃত বরাদ্দ বাদ দিলে প্রকল্পের প্রকৃত বরাদ্দ দাড়ায় ১০০০,০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের প্রকৃত শতকারা হার হবে ৮৯.৮১%, যা জাতীয় গড় অর্থাৎ ৮৩.২০% এর অধিক।
১৮.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৩৬৩৫.০০	১৮০২.১০ ৪৯.৫৮%	করোনা পরিস্থিতির কারণে প্রকল্পের পরিকল্পিত কার্যক্রম যেমন, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সমন্বয় সভা দেশের ভেতরে ও বাহিরে লার্নিং ভিজিট প্রবৃতি আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও কোভিড পরিস্থিতি ও বিভিন্ন দাপ্তরিক জটিলতার কারণে প্রকল্প অনুমোদনে অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব হয়।
১৯.	ভূমি মন্ত্রণালয়	৬৯০.০০	৩৩৯.৭১ ৪৯.২৩%	ভূমি মন্ত্রণলায়ের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৯ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। তন্মধ্যে ১ টি প্রকল্প জুন-২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের এডিপি বরাদ্দ ছিল ৫২৬.৬৫ কোটি টাকা (জিওবি ৫১৯.৭৫ কোটি এবং

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সহায়তা বরাদ্দ	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় (বরাদ্দের %)	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
				পিএ ৬.৯০ কোটি)। অর্থ বিভাগের নির্দেশনামত জিওবি বরাদ্দের ১৫% অর্থ ব্যয় না করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ফলে জিওবি অর্থের ৮৫% মাঠ পর্যায়ে বরাদ্দ দেয়া হয়েছ। উল্লেখ্য জুন-২০২১ এ সমাপ্ত ১ টি প্রকল্পের প্রায় ৪ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। অধিকন্তু কোভিড-১৯ এর কারণে বৈদেশিক পরামর্শক নিয়োগ করা যায়নি। ফলে প্রকল্প সাহায্য খাতের অর্থ এবং পাশাপাশি জিওবি ম্যাচিং ফান্ড ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। উল্লিখিত কারণে এ মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়নের হার ৭৪.২৭% যা জাতীয় অগ্রগতির চেয়ে কম।
২০.	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৬২৪০.০০	২৯৪৬.৬০ ৪৭.২২%	বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে কাঙ্ক্ষিত সেমিনার, দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণ আয়োজন সম্ভব হয়নি। ফলে প্রকল্প সহায়তা ব্যয় কম হয়েছে।
২১.	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৬৪৪৭৭৮.০০	২৪৫৭৩৩.৩৬ ৩৮.১১%	বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট 'কোভিড-১৯ ইমারজেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (১মসংশোধিত)' শীর্ষকপ্রকল্পের মোট বরাদ্দ ৩০১৮.৬০ কোটি টাকার মধ্যে ভ্যাকসিন ক্রয় বাবদ ২৮০০.০০ কোটি টাকা রক্ষিত আছে। উক্ত অর্থের ব্যবহার ভ্যাকসিনের লভ্যতায় উপর নির্ভর করে। উক্ত অর্থ অব্যয়িত থাকার কারণে অগ্রগতি কম হয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর সাহায্যপুষ্ট 'কোভিড-১৯ রেসপন্স ইমারজেন্সি এ্যাসিসটেন্টস' শীর্ষক প্রকল্পের কোভিড সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কম্পোনেন্টে ব্যয় সম্পন্ন করা যায়নি। এছাড়া, ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট (LOC) সহায়তাপুষ্ট 'শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং জামালপুর নার্সিং কলেজ স্থাপন, জামালপুর (১মসংশোধিত)' এবং 'এস্টাবলিশমেন্ট অব ৫০০ বেড হসপিটাল এন্ড এনসিলারি ভবন ইন যশোর, কক্সবাজার, পাবনা ও আব্দুল মালেক উকিল মেডিকেল কলেজ এবং জন নেতা নুরুল হক আধুনিক হাসপাতাল, নোয়াখালী' শীর্ষক ২টি প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজের ঠিকাদার নিয়োগ করতে না পারায় উক্ত ২টি প্রকল্পের প্রকল্প সাহায্যের অর্থ ব্যয় হয়নি।
২২.	খাদ্য মন্ত্রণালয়	২৫০০০.০০	৮৭৩৯.৩৩ ৩৪.৯৬%	১। COVID-19 এর কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক গুরুত্ব বজায় রেখে স্বল্প সংখ্যক শ্রমিক দিয়ে কাজ করতে হয়েছে।

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সহায়তা বরাদ্দ	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় (বরাদ্দের %)	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
				বিভিন্ন কাজে পূর্ণমাত্রায় শ্রমিক নিয়োজিত করা সম্ভব হয়নি; ২। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চলাচলে বিধি নিষেধ থাকায় দেশের ভিতরে দক্ষ শ্রমিক ও প্রকৌশলীদের কর্মস্থলে আসা যাওয়া, অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস থেকে মালামাল ও যন্ত্রাংশ আনতে বিলম্বসহ বাধাগ্রস্থ হয়েছে। বিদেশ থেকে আগত ইকুইপমেন্ট সরবরাহকারী ইরেকশন প্রকৌশলী ও ফিটার এবং পরামর্শক সংস্থার বিদেশী পরামর্শক কর্মস্থলে সঠিক সময়ে না আসতে পারায় কাজে বিলম্ব ও বিঘ্ন ঘটেছে; ৩। সাইলোর ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ইকুইপমেন্ট ও মালামাল এর প্রায় শতভাগ ইউরোপ (ইটালী, জার্মানী, স্পেন, বেলজিয়াম) এবং ইউএস থেকে আমদানী করতে হয়। COVID-19 জনিত কারণে উক্ত দেশসমূহের ফ্যাক্টরী বন্ধ থাকায় এলসি প্রতিশ্রুত সিডিউল অনুযায়ী ঐসব মালামাল ও ইকুইপমেন্ট সাইটে এস পৌঁছায়নি; ৪। বর্তমান পরিস্থিতিতে কাঁচামালের স্বল্পতার কারণেও ফ্যাক্টরীতে উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটায় মাঝেমাঝে মালামাল সরবরাহে বিলম্ব ঘটে; ৫। বিগত সাত আট মাস ধরে জাহাজ স্বল্পতার কারণেও বিভিন্ন পোর্ট সাইলোর মালামালবাহী কন্টেইনার স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় বেশি সময় অপেক্ষমান থাকায় মালামাল সাইটে পৌঁছাতে দেরী হচ্ছে; ৬। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে হওয়ায় COVID-19 প্রটোকলসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিধিবিধান কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হয়, ফলে অনেক সময় কাজে ব্যাঘাত ঘটে; এছাড়াও ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্প পরিচালনা ব্যয় ও আইসিটি প্যাকেজ GD-27a (ফুড স্টক এন্ড মার্কেট মনিটরি), W-21 বরিশাল সাইলো নির্মাণ) এবং W-23 (নারায়ণগঞ্জ সাইলো নির্মাণ) প্যাকেজের জন্য সংস্থানকৃত ব্যয়ও কম হয়েছে। কারণ দরপত্র সিডিউলসহ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর বিভিন্ন ধাপে বিশ্বব্যাংকের অনাপত্তি পেতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হওয়ায় ৩টি বৃহৎ প্যাকেজের পরিকল্পনা মাফিক চুক্তি সম্পাদন করে কাজ শুরু করা যায়নি।

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সহায়তা বরাদ্দ	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় (বরাদ্দের %)	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
২৩.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (থোক বরাদ্দসহ)	১০৭৬০০.০০	৩৬৯৪৪.৪০ ৩৪.৩৩%	২০২০-২১ অর্থবছরে উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প সাহায্য খাতে ১০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যা কনসালটেন্সি খাতে ব্যয়ের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। উক্ত অর্থবছরে প্রকল্পের অধীনে Project Management Consultant (PMC) নিয়োগ প্রদান করা সম্ভব হয়নি বিধায় প্রকল্প সাহায্যের অর্থ অব্যয়িত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্যাকেজ এর Procurement Process এর প্রতিটি ধাপে ভারতীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত EXIM Bank এর মতামত প্রাপ্তিতে দেরী হওয়া এবং বিদ্যমান Covid - 19 পরিস্থিতির কারণে Proposal Evaluation Committee এর নির্ধারিত সভাসমূহ যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি বিধায় ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দকৃত ১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।
২৪.	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	১৬৫০.০০	৪৪৪.৭২ ২৬.৯৫%	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, সঙ্গীতানুষ্ঠান, উঠান বৈঠক, শিশুমেলা আয়োজন, সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ, বহিরাঙ্গণ অনুষ্ঠান কার্যক্রমে জনসাধারণের সরাসরি সম্পৃক্ততা ছিল কিন্তু কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে জনসমাগম নিষিদ্ধ থাকা ও বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় মাঠ পর্যায়ে উল্লিখিত প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি।
২৫.	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	১০০০.০০	২২৩.৯০ ২২.৩৯%	প্রকল্প সাহায্য কোরীয় সাহায্য সংস্থা (কোইকা) কর্তৃক ব্যয় করা হয়ে থাকে। ২য় পর্যায়ে কোভিড-১৯ এর কারণে এবং কোরীয় সাহায্য সংস্থা (কোইকা) এর অর্থবছর জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর হওয়ায় এবং নির্মাণ কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন হয়নি এবং জমি অধিগহণ না হওয়ার কারনে প্রকল্পের প্রকল্প সাহায্য ব্যয় কম হয়েছে।
২৬.	আইন ও বিচার বিভাগ	৭২.০০	১৫.০২ ২০.৮৬%	১। কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমনে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে সরকারি নিষেধাজ্ঞায় নির্মাণ শ্রমিক সাইটে সমবেত হয়ে কাজ করতে পারেনি নির্মাণকাজের গতি শ্লথ হয়ে গিয়েছে; ২। গাজীপুর জেলা এবং খাগড়াছড়ি জেলায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সহায়তা বরাদ্দ	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় (বরাদ্দের %)	প্রকল্প সহায়তা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
				যায়নি; ৩। কিছু সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবনের ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়নি; ৪। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, জনসচেতনা, কর্মশালা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।
২৭.	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৯২৯৯.০০	১৫০৯.১১ ১৬.২৩%	করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে স্বল্প সংখ্যক জনবল দ্বারা কাজ করা, বৈদেশিক প্রশিক্ষন বন্ধ থাকা, বিদেশী কনসালটিং ফার্ম নিয়োগ বিলম্ব হওয়া এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক জিওবি অর্থের ১৫% সংরক্ষণ করে ব্যয় করার নির্দেশনার কারণে ব্যয় জাতীয় গড় অগ্রগতির তুলনায় কম হয়েছে।